Admin-2 ... meeting\Letter. Nikosh.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৭. ১৫২

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৪ / ১৫ মার্চ ২০১৮

বিষয়: মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে গত ০৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ আঃ খালেক মল্লিক)
উপসচিব
ফোন নং: ৯৫৫৮৫৮৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম।
২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্ন:/পরি:)/(প্রশা:)/(অপা:)/(উন্ন:)/(পরি:)/(ব্লু ইকনোমি সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই), ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(অপারেশন)/(উন্নয়ন)/(প্রশাসন-৩), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৬। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), ঢাকা।
৮। সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯। পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি), ঢাকা।
১০। সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১১। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ঢাকা।
১২। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল/বিজিডিসিএল/জেজিটিডিএসএল/পিজিসিএল/কেজিডিসিএল/বিজিএফসিএল/এসজিএফএল/জিটিসিএল/বাপেক্স/আরপিজিসিএল/বিসিএমসিএল/এমজিএমসিএল/এসজিসিএল/পদ্মা অয়েল কোং লি:/মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি:/যমুনা অয়েল কোং লি:/ইআরএল/এলপিজি, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৪। আইসিটি কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**নাজিমউদ্দিন চৌধুরী** **সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**
তারিখ	:	**০৭-০৩-২০১৮**
সময়	:	**সকাল ১১.০০ ঘটিকা**
স্থান	:	**বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ**
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার শুরুতে কার্যপত্র অনুসারে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসের তথ্য নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। গত ৩১-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর দু'টি অনুচ্ছেদ-২.১ এর আলোচনা অংশের "অপদস্থ" শব্দটি অবলুপ্ত করে এবং ৫.১ অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত (ছ) অংশের "ব্যাখ্যা প্রদান" এর পরিবর্তে "অবহিত" শব্দ প্রতিস্থাপনপূর্বক কার্যবিরণী নিশ্চিত করা হয়।

২। গত ৩১-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় যা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**অনিষ্পন্ন বিষয়:** **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট দপ্তর/সংস্থা ও দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের শাখা/অধিশাখা পর্যায়ে অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থাপিত অনিষ্পন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, উপস্থাপিত প্রতিবেদন বিশ্বাসযোগ্য নয়। পরবর্তী সভাসমূহে সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া অনিষ্পন্ন Recycle Lube Base Oil আমদানি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।** সকল দপ্তর/সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাকালে সভায় জানানো হয় যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ কোম্পানির নিকট প্রায় ১১৯৭.৫৩ কোটি টাকা গ্যাস বিল বাবদ পাওনা রয়েছে। উক্ত বকেয়া পাওনা দ্রুত আদায়ের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ বিভাগের অধীন বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র বিভিন্ন সভার কার্যপত্র প্রেরণের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের অনিষ্পন্ন বিষয়ের সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছক মোতাবেক (চলমান, কত দিন ধরে অনিষ্পন্ন, কোন দপ্তরে অনিষ্পন্ন উল্লেখসহ) প্রেরণ করতে হবে; প্রেরিত ছকে সংক্ষিপ্ত আকারে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে; **(খ) Recycle Lube Base Oil আমদানি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি তরিৎ সুপারিশ প্রদান করবে এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;** **(গ) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল বাবদ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নিকট সকল বকেয়া দেনার হিসাব আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে; একই সাথে গ্যাসের বকেয়া পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** (ঘ) সকল দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত পত্রাদি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের শাখা/অধিশাখায় ০৩ (তিন) দিনের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন থাকলে তার সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক প্রত্যেক মাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; প্রয়োজনে দপ্তর/সংস্থা এ বিভাগে তাদের অনিষ্পন্ন উপস্থাপন করবেন; (ঙ) সংসদীয় কমিটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ যেসব অফিসে কার্যপত্র, প্রতিবেদন, তথ্য প্রদান করতে হয়, তা সঠিকভাবে ও যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে;	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট হতে সরাসরি এলএনজি গ্রহণ ও সরবরাহের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনাকালে জানানো হয় যে, এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিকট সরাসরি এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিল পরিশোধের সময়সীমা যেন ১৫ (পনের) দিনের অধিক না হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নিকট এ বিভাগের অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে সভায় Recycle Lube Base Oil আমদানি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তরিৎ সুপারিশ প্রদান করা এবং সে আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেট্রোবাংলার পতিনিধিকে সভায় জানানো হয় যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের ০৩ (তিন) সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি রিপোর্ট প্রদান করেছে। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক তাদের মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষাম্মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক নির্ভুল/হালনাগাদ তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন; (ছ) সকল দপ্তর/সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করতে হবে; (জ) প্রতিটি অনুবিভাগ এর যুগ্ম-সচিবগণ নিয়মিতভাবে শাখা ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত অনিষ্পন্ন তালিকা পর্যালোচনা পূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতিরিক্ত সচিবগণ এ বিষয়টি তদারকি করবেন; (ঝ) সমন্বয় সভা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (ঞ) যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/কোম্পানির নিকট গ্যাস বিল বাবদ সকল বকেয়া পাওনা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে; (ট) এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিকট সরাসরি এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিল পরিশোধের সময়সীমা ১৫ (পনের) দিনের অধিক না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে; (ঠ) মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী এর আনীত অভিযোগের বিষয়ে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.১	**অডিট আপত্তি:** পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের জানুয়ারি/২০১৮ মাসের মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩৬২১টি। আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৭৫৮১৫৯৬.৮১ লক্ষ টাকা। চলতি মাসে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ১৩১টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির জড়িত অর্থের পরিমাণ ১০৪৮৩.৭৯ লক্ষ টাকা। ০১-০১-২০১৮ হতে ৩১-০১-২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৩১টি। এছাড়া, অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে ৩৪৯০টি। আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ১০৪৮৩.৭৯ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি/২০১৮ মাসে দ্বি-পক্ষীয় সভা হয়নি এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ০৩টি।	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ অডিট আপত্তিসমূহ বিষয় ভিত্তিক দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবেন; (খ) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রতিমাসে কমপক্ষে দু'টি করে দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে; (গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার উপ-সচিব মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের অডিট কার্যক্রম তদারকি করবেন। তিনি প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং ত্রি-পক্ষীয় সভায় যোগদান করবেন;	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের জানুয়ারি/২০১৮ মাসের মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ২৩২১টি। আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০৪৪৩৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা। চলতি মাসে কোন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। চলতি মাসে কোন দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ০১টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৭টি অনিষ্পন্ন আপত্তির মোট টাকার পরিমাণ ৫০৪৩২১১.৭৩।	(ঙ) অডিট আপত্তিসমূহের খসড়া অনুচ্ছেদ এবং অগ্রগামী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং (চ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তাদের স্ব স্ব অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে;	
	জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি কর্তৃক নির্ধারণের নিমিত্ত সুপারিশকৃত ১৯৪৫টি অডিট আপত্তি অবলোকনের জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে ডিও পত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। যেহেতু এ বিষয়ে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেহেতু একাধিক তাগিদপত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একাধিক তাগিদ পত্রের পরেও অর্থ বিভাগের কার্যকর সভা না পাওয়া গেলে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।	(ছ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত ১৯৪৫টি অডিট আপত্তি অবলোপনের বিষয়ে অর্থ বিভাগকে তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে;	
	বিপিসি ও পেট্রোবাংলার অধীন বিভিন্ন কোম্পানিসমূহ কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত। সে ক্ষেত্রে সরকারের অডিট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অডিট পরিচালনা করা যৌক্তিক কিনা এ মর্মে বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সভায় যুক্তি উপস্থাপন করেন। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র কোম্পানিসমূহ কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত হলেও সেগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারি কোম্পানি। এসব কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে সব প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পরিচালনা করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে এ সম্পর্কিত বিধি বিধান ও প্রচলিত নিয়ম কানুন যাচাই বাছাই করে এ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য প্রচলিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(জ) কমিটি: (১) অতিরিক্ত সচিব (উন্ন:/পরি:), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, (২) পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা ও (৩) মহাব্যবস্থাপক (অডিট), বিপিসি।	
	শ্রমিক অংশিদারিত্ব তহবিল: শ্রমিক আইন অনুযায়ী শ্রমিক অংশিদায়িত্ব তহবিলে জমাকৃত ৫% অর্থের ১০% কল্যান তহবিলে, ১০%, শ্রমিক তহবিলে প্রদান করা এবং বাকি ৮০% এর তিন ভাগের দুই ভাগ অংশগ্রহণ তহবিল যা শ্রমীক সরাসরি পেয়ে থাকে। বাকি তিন ভাগের এক ভাগ ট্রাষ্টি বোর্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ হওয়ার কথা। কিন্তু এ বিষয়টি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচেছ না বিধায় এ বিষয়ে অভিন্ন আপত্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে গত পাঁচ বছরের হিসাবের প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং উক্ত বিষয়ে কোনো ব্যত্যয় ঘটে থাকলে তা এরই মধ্যে সমন্বয় করার জন্যও সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	(ঝ) শ্রমিক অংশিদারিত্ব তহবিল শ্রমিক আইন অনুযায়ী শ্রমিক অংশিদায়িত্ব তহবিলেরগত পাঁচ বছরের হিসাবের প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে কোনো ব্যত্যয় ঘটে থাকলে তা এরই মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।	

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** পেট্রোবাংলা ও অধীনস্থ এর কোম্পানিসমূহের বিভাগীয় মামলার বিগত মাসের জের ৩৫টি এবং চলতি মাসে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। মোট মামলা সংখ্যা ৩৫টি। চলতি মাসে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ০৩ মাসের কম সময়ের অনিষ্পন্ন মামলা ০৬টি। ০৩ মাসের বেশি কিন্তু ০৬ মাসের কম সময়ে মামলা অনিষ্পন্ন ০৪টি। ০৬ মাসের বেশি কিন্তু ১২ মাসের কম সময়ে মামলা অনিষ্পন্ন ১৬টি। ১২ মাসের বেশি সময়ে মামলা অনিষ্পন্ন ০৮টি। সাময়িক বরখাস্ত ০৪টি এবং মাস শেষে মোট মামলা অনিষ্পন্ন ৩৪টি। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি'র কোম্পানিসমূহ, জিএসবি, বিএমডি, বিপিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট এ অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের শাখা/অধিশাখা নিয়মিতভাবে নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করবে; এবং (খ) শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫/ কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধিমালা, যার জন্য যা প্রযোজ্য সে মোতাবেক বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**
৫.১	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের জানুয়ারি/২০১৮ মাসে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা মোট ২০০৫টি। বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের জানুয়ারি/২০১৮ মাসে বিচারাধীন প্রশাসনিক মামলার সংখ্যা মোট ১৫২টি এবং বিচারাধীন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা মোট ৫৬টি।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত এবং যথাসময়ে তদারকি করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়াও, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**
৫.১	পেট্রোবাংলা/বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের আদালতে বিচারাধীন সকল মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিচারাধীন মামলাসমূহের রায় যাতে সরকারের তথা সংস্থা/কোম্পানির বিপক্ষে না যায় সে লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সভায় জানানো হয় যে, মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রতিটি সংস্থা ও কোম্পানির একজন করে প্রতিনিধির (সচিব) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিটি প্রতিবেদন দাখিলের পর সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয়ে আলোচনা করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে; (গ) শ্রম আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ সঠিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ, বিজ্ঞ আদালতের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত জবাব/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে; (ঘ) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের পর সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (ঙ) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের বিষয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং গঠিত কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করতে হবে; (চ) জিএসবি, বিএমডি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট তথ্য নির্ধারিত ছক মোতাবেক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**
৬.১	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** পেট্রোবাংলা ও অধীনস্থ এর কোম্পানিসমূহের অনিষ্পিন্ন অবসরভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিগত মাসের জের ০৫টি সহ মোট অবসরভাতা সংখ্যা ০১টি। চলতি মাসে অবসরভাতা নিষ্পত্তির সংখ্যা ০১টি। ০৩ মাসের বেশি সময়ে পেন্ডিং ০৩টি। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ০১টি। মাস শেষে অবসরভাতা পেন্ডিং রয়েছে সর্বমোট ০৪টি।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক অনুসারে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং (খ) অবসর ভাতা সহজিকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে;	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.১	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** ৬.১ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর সংস্থাসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। এছাড়া, দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে; (খ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে তফসিলভুক্ত মোট সম্পত্তির পরিমাণ, দখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ এবং বেদখলকৃত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; (গ) ভূ-সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে কতটি রিট মামলা চলমান আছে তার তথ্যাদি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে; এবং (ঘ) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৮.১	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** সভায় এ বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন বিষয়ে জানানো হয় যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির টিম লিডার হিসেবে বেগম পারভীন আকতার, অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি ইতোমধ্যেই ২টি সভা করে সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এপিএ'র ৪৩টি কর্মসূচির মধ্যে ৩৩টি কাজের অগ্রগতি ৫০-২৮% যা ইতিবাচক। শতভাগ অর্জনের বিষয় এবং **মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক** অর্জন প্রতিবেদন যথা সময়ে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অনুরোধ করা হয়। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাকালে সভায় জানানো হয় যে, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ব্যতীত অন্য সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। সভায় টিজিটিডিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে আগামী সভার পূর্বে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, যে সকল দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সূচকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা আনুপাতিক হারে অর্জিত হয়নি, সে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শতভাগ অর্জন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্রের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী **মাসিক/ ত্রৈমাসিক/বার্ষিক** কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসের ০৪ (চার) তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; (খ) আগামী সভার পূর্বে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে; এবং (গ) যে সকল দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সূচকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা আনুপাতিক হারে অর্জিত হয়নি, সে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শতভাগ অর্জন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯.১	**ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং চালুকরণ, প্রকল্প পরিদর্শন ও শাখা পরিদর্শন:** এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় শতভাগ ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা, নিয়মিত ওয়েব সাইট হালনাগাদ করা এবং এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং শাখা পরিদর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	(ক) এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কমপক্ষে ২০ (বিশ) টি করে নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করতে হবে। এ বিভাগ সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ডের প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে থাকতে হবে এবং নিয়মিত ওয়েব সাইট হালনাগাদ করতে হবে; (খ) এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং (গ) কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সচিবালয় নির্দেশিকা অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) ই-নথি সিস্টেমে পত্র জারি বৃদ্ধি করা, নিয়মিত প্রশিক্ষণ/অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণে ই-নথি অন্তর্ভুক্ত করা, মাসিক সভায় ই-নথি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন ই-সার্ভিস/ই-নথি সিস্টেমের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও আইসিটি কর্মকর্তা।**
১০.১	সভায় বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এ উৎপাদিত কনডেনসেট, বিভিন্ন এলাকার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং লুব ওয়েল বাজারজাত করণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং পরিমাণ নিশ্চিতকরণের বিষয়েও আলোচনা হয়। অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা এবং অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া, অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কতগুলো মামলা করা হয়েছে সে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান এবং অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নের বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্টিং, স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল-এ ব্যাপক প্রচারণা চালানোর জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং পরিমাণ নিশ্চিত করবে; (খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত কনডেনসেট যথাযথভাবে পরিশোধন করে বাজারজাত করা হচ্ছে কিনা সে বিষয় বিপিসি কঠোর নজরদারী ও তদারকি করবে; (গ) দেশের ভেজাল তেলের বিস্তার ও অবৈধ ক্রয় বিক্রয় এবং ওজনে কারচুপি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে; (ঘ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে; (ঙ) অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কতগুলো মামলা করা হয়েছে সে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে; (চ) অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নের বিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্টিং, স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল-এ ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে; এবং এলএনজি আমদানির পূর্বেই কোন অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ নেই মর্মে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি।** **সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি** **সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি** **সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি**

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১.১	**বিবিধ:** সভায় যশোরের অভয়নগর উপজেলায় গভীর নলকূপ খননের সময় ভূ-গর্ভ হতে গ্যাস বের হওয়ার ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়। উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	(ক) যশোরের অভয়নগর উপজেলায় গ্যাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি**
	এছাড়া সভায় আরও জানানো হয় যে, স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যাতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের বিষয়ে গত ০৬-৩-২০১৮ তারিখ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় স্থানীয় সরকার বিভাগে শোভাযাত্রা ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ বিভাগসহ আরও ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কে আগামী ২২-০৩-২০১৮ তারিখ শিল্পকলা একাডেমী ও মৎস ভবন সংলগ্ন এলাকায় বিকাল ৪.০০ টায় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। শোভাযাত্রায় গাড়ি ও সরঞ্জামসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(খ) স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যাতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে এ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা সুসজ্জিত গাড়ি ও সরঞ্জামসহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।**
	পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সভায় জানান, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭-এ পাথর কোয়ারি থেকে দুই বছর অন্তর অন্তর এক বছরের জন্য পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে উত্থাপনের পূর্বে বিএমডি হতে ইজারা চালু রাখার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়েছিল। ১৪২৪ সনে ৪ টি পাথর কোয়ারির ইজারা মেয়াদ শেষ হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ৪ টি পাথর কোয়ারির ইজারা এক বছর বন্ধ রাখতে হবে। ইজারা বন্ধ রাখলেও বাস্তব ও পারিপার্শিক কারণে অনেক ক্ষেত্রে পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না। এ কারণে সিদ্ধান্তটি পুন:বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করার অনুরোধ জানান। এ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(গ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজারা বন্ধ রাখতে হবে।	**এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা।**
	পরিচালক, বিএমডি সভায় জানান, ২০০৮ সনে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)'র অধীন দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রের ৪০০০ (চার হাজার) হেক্টর এলাকার অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়, যা পর্যায়ক্রমে ২০১৭ সন পর্যন্ত নবায়ন করা হয়। ইতোমধ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্সের মেয়াদ প্রায় ৯ (নয়) বছর অতিবাহিত হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্সের মেয়াদ আরও ৫ (পাঁচ) বছর বৃদ্ধির জন্য পুনরায় আবেদন করা হয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ৫২(১) বিধি অনুযায়ী অনুসন্ধান লাইসেন্সের মোট সময়কাল নবায়নের সময় অন্তর্ভূক্তসহ ৪ (চার) বৎসর অতিক্রম করবে না। ইতোমধ্যে অনুসন্ধান লাইসেন্সের মোট মেয়াদ ৪ (চার) বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধান অনুযায়ী নবায়ন করা যাবে না। তবে নতুন করে আবেদন করা যাবে।	

১২.০ সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।